



ALL RIGHTS RESERVED ©

جميع حقوق الطبع محفوظة

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the publisher.

First Edition: March 2012

Supervised by: **ABDUL MALIK MUJAHID**

P.O. Box: 22743, Riyadh 11416 K.S.A. Tel: 00966-01-4033962/4043432 Fax: 4021659
E-mail: Riyadh@dar-us-salam.com. Website: www.darussalamksa.com, info@darussalamksa.com

K.S.A. Darussalam Showrooms:

Riyadh

Olaya branch: Tel 00966-1-4614483 Fax: 4644945
Malaz branch: Tel 00966-1-4735220 Fax: 4735221
Suwaydi branch: Tel 00966-1-4286641
Suwallam branch: Tel & Fax: 00966-1-2860422

- **Jeddah**
Tel: 00966-2-6879254 Fax: 6336270
- **Madinah**
Tel: 00966-4-8234446 Fax: 00966-4-8151121
- **Al-Khobar**
Tel: 00966-3-8692900 Fax: 8691551
- **Khamis Mushayt**
Tel & Fax: 00966-7-2207055 / 0500710328
- **Yanbu Al-Bahr**
Tel: 00966-4-33229188 Mob.: 0500887341
- **Al-Qasim (Buraida)**
Tel: 00966-6-3696124 Mob.: 0503417156
Fax: 00966-6-3268965

U.A.E

- **Darussalam, Sharjah U.A.E**
Tel: 00971-6-5632623 Fax: 5632624
Daruslam@emirates.net.ae

PAKISTAN

- **Darussalam, 36 B Lower Mall, Lahore**
Tel: 0092-42-37240024 Fax: 37354072
- **Rahman Market, Ghazni Street**
Urdu Bazar, Lahore
Tel: 0092-42-37120054 Fax: 37320703
- **Karachi, Tel: 0092-21-34393936 Fax: 34393937**
- **Islamabad, Tel & Fax :0092-51-2500237, 51-2281513**

U.S.A

- **Darussalam, New York** 486 Atlantic Ave, Brooklyn
New York-11217, Tel: 001-718-625 5925
Fax: 718-625 1511
E-mail: darussalamny@hotmail.com.
- **Darussalam, Houston**
P.O Box: 79194 Tx 77279
Tel: 001-713-722 0419 Fax: 001-713-722 0431
E-mail: houston@dar-us-salam.com
www.dar-us-salam.com

CANADA

- **Nasiruddin Al-Khattab**
2-3415 Dixie Rd. Unit # 505
Mississauga, Ontario L4Y 4J6, Canada
Tel: 001-416-4186619

FRANCE

- **Distribution: Sana**
116 Rue Jean Pierre Timbaud, 75011, Paris, France
Tel: 0033 01 480 52928 Fax: 0033 01 480 52997

U.K

- **Darussalam, International Publications Ltd.**
Leyton Business Centre
Unit-17, Etloe Road, Leyton, London, E10 7BT
Tel: 0044 20 8539 4885 Fax: 0044 20 8539 4889
Website: www.darussalam.com
Email: info@darussalam.com
- **Darussalam, International Publications Limited**
Regents Park Mosque 146 Park Road,
London NW8 7RG Tel: 0044- 207 725 2246
Fax: 0044 20 8539 4889
- **Dar Makkah International**
23-25 Parliament Street, Off Jenkins st. Off Coventry rd.
Small Heath - Birmingham B10-OQJ
Tel: 0044 0121-7739309-07815806517-07533177345
Fax: 0044 121-7723600

AUSTRALIA

- **Darussalam:** 153, Haldon St. Lakemba (Sydney)
NSW 2195, Australia
Tel: 0061-2-97407188 Fax: 0061-2-97407199
Mobile: 0061-414580813 Res: 0091-297580190
Email: abumuaaz@hotmail.com
- **The Islamic Bookstore**
Ground Floor-165 Haldon Street
Lakemba, NSW 2195, Australia
Tel: 0061-2-97584040 Fax: 0061-2-97584030
Email: info@islamicbookstore.com.au
Web site: www.islamicbookstore.com.au

SRI LANKA

- **Darul Kitab 6, Nimal Road, Colombo-4**
Tel: 0094 115 358712 Fax: 115-358713
E-mail: info@darulkitabonline.com

INDIA

- **Darussalam, India**
58 & 59, Mir Bakshi Ali Street, Riyapettah,
Chennai - 600014, Tamil Nadu, India
Tel: 0091 44 45566249 Mob.: 0091 9884112041
- **Islamic Books International**
54, Tandel Street (North)
Dongri, Mumbai 4000 09, India
Tel: 0091-22-2373 4180 E-mail: ibi@irf.net
- **Darussalam Int. Delhi**
Urdu Bazar Jame Masjid Delhi 6 India
Mob.: +919716172647
E-mail: darussalamdelhi11@gmail.com
- **Huda Book Distributors**
455, Purani Haveli, Hyderabad- 500002
Tel: 0091 40 2451 4892 Mob.: 0091 98493 30850
- **M/S Buraqh Enterprises**
176 Peter's Road, Indira Garden, Royapettah,
Chennai - 600014 India Tel.: 0091 44 42157847
Mob.: 0091 98841 77831
E-mail: buraqhenterprises@gmail.com
- **BANGLADESH: WORLD BOOK DISTRIBUTION CENTRE**
6, Kalabagan Bus Stand, Mirpur Road Dhaka-1205
Tel: +88029115431 Fax: +88029111515
E-mail: wdbc@bol-online.com

صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ

(باللغة البنغالية)

সহীহ আল-বুখারী

(তৃতীয় খণ্ড)

মূলঃ

হাফেয ইমাম শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ
ইবনে ইসমাইল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যাঃ

অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ (শাইখুল হাদীস)
মাদরাসাতুল হাদীস, ঢাকা



দা রু স সা লা ম

রিয়াদ • জেদা • আল-খোবার • শারজাহ
লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউ ইয়র্ক



আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম
করুণাময় ও অতি দয়ালু।

© مكتبة دارالسلام، ١٤٢٩ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
البخاري، محمد بن اسماعيل
صحيح البخاري / محمد بن اسماعيل البخاري - الرياض، ١٤٢٩ هـ - ٦ مج.
ص: ١١٣١ مقاس: ١٤×٢١ سم
ردمك: ١-٦١٨-٥٩-٩٩٦٠-٩٧٨ (مجموعة) (الكتاب باللغة البنغالية)
١. الحديث الصحيح ٢. الحديث - الكتب الستة أ. العنوان
ديوي ٢٣٥, ١ ١٤٢٩/١٠٧٤
رقم الإيداع: ١٤٢٩/١٠٧٤
ردمك: ١-٦١٨-٥٩-٩٩٦٠-٩٧٨ (مجموعة)
١-٦٢١-٥٩-٩٩٦٠-٩٧٨ (ج ٣)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদের আরম্ভ	25
প্রকাশকের আরম্ভ	26
ভূমিকা	29
হাদীসের তাৎপর্য	30
হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাস	36
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)	46
মহীহ বুখারী	40
ইসলামে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা পরিচিতি ও মান নির্ণয়	41

৫২শ পর্ব

সাক্ষ্য দান

অধ্যায়: ১ বাদী তার দাবীর পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন	47
অধ্যায়: ২ আমি তাকে সৎ বলেই জানি----- অনুরূপ বলা	49
অধ্যায়: ৩ সাফাই সাক্ষ্য দান	50
অধ্যায়: ৪ এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন বিষয়ে সাক্ষ্য ---কথাই গৃহীত হওয়া	52
অধ্যায়: ৫ সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্যদাতা	54
অধ্যায়: ৬ কোন সাক্ষীকে ন্যায়পরায়ণ বলে-----গ্রহণযোগ্য	55
অধ্যায়: ৭ বংশধারা, প্রচলিত স্তন্যদান এবং -----স্থির থাকা	56
অধ্যায়: ৮ অপবাদ আরোপকারী, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্যদান	59
অধ্যায়: ৯ যুলুম অত্যাচারের পক্ষে সাক্ষী মানলে সাক্ষ্য না দেয়া	61
অধ্যায়: ১০ মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়া এবং সাক্ষ্য গোপন করা	64
অধ্যায়: ১১ অন্ধের সাক্ষ্য দান এবং কোন ব্যাপারে নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত দান	65
অধ্যায়: ১২ মহিলাদের সাক্ষ্যদান	68
অধ্যায়: ১৩ দাস-দাসীদের সাক্ষ্যদান	68
অধ্যায়: ১৪ স্তন্য দানকারিনীর সাক্ষ্যদান	69
অধ্যায়: ১৫ মহিলাদের একে অপরের ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্যদান	70
অধ্যায়: ১৬ একজন পুরুষ অন্য একজন পুরুষের নির্দোষিতা--যথেষ্ট হওয়া	82
অধ্যায়: ১৭ কারো প্রশংসা করতে গিয়ে যা জানা --- অতিরঞ্জন না করা	83

৫৯শ পর্ব

সৃষ্টির সূচনা

অধ্যায়ঃ ১	519
অধ্যায়ঃ ২ সাত যমীনের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা	523
অধ্যায়ঃ ৩ তারকারাজির বর্ণনা	525
অধ্যায়ঃ ৪ সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করে	526
অধ্যায়ঃ ৫ রহমত ও আযাবের বায়ু প্রেরণের বর্ণনা	530
অধ্যায়ঃ ৬ ফেরেশতামণ্ডলীর বর্ণনা	531
অধ্যায়ঃ ৭ আমীন বলার ফযীলত	546
অধ্যায়ঃ ৮ জান্নাতের বিশেষত্ব এবং তা সৃষ্টি হয়ে থাকার বর্ণনা	555
অধ্যায়ঃ ৯ জান্নাতের দরজাসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলী	563
অধ্যায়ঃ ১০ জাহান্নামের বর্ণনা ও তা তৈরি হয়ে রয়েছে, --- সত্য হওয়া	564
অধ্যায়ঃ ১১ ইবলীস এবং তার বাহিনী	570
অধ্যায়ঃ ১২ জিন জাতি ও তাদের সওয়াব ও আযাব	584
অধ্যায়ঃ ১৩	586
অধ্যায়ঃ ১৪	587
অধ্যায়ঃ ১৫ মুসলমানের সর্বোত্তম সম্পদ --- চলে যাওয়া	588
অধ্যায়ঃ ১৬ পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে ----- যেতে পারে	594
অধ্যায়ঃ ১৭ পানীয়দ্রব্যে মাছি পতিত হলে মাছি-----বিদ্যমান	597

৬০শ পর্ব

নবী-রাসূলগণের ইতিহাস

অধ্যায়ঃ ১ আদম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর বংশধরদের সৃষ্টি	600
অধ্যায়ঃ ২ দলে দলে সমাবেশকৃত আত্মাসমূহ	609
অধ্যায়ঃ ৩	609
অধ্যায়ঃ ৪ ইলিয়াস (আলাইহিস সালাম)-এর বর্ণনা	614
অধ্যায়ঃ ৫ ইদরীস আলাইহিস সালামের বর্ণনা	615
অধ্যায়ঃ ৬	621
অধ্যায়ঃ ৭ ইয়াজুজ-মাজুজ-এর কিসসা	624

অধ্যায়ঃ ৮	628
অধ্যায়ঃ ৯ দ্রুত পায়ে চলে যাওয়া	637
অধ্যায়ঃ ১০ এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম নেই	654
অধ্যায়ঃ ১১	658
অধ্যায়ঃ ১২	659
অধ্যায়ঃ ১৩ ইসহাক বিন ইবরাহীম (عليه السلام)-এর বর্ণনা	660
অধ্যায়ঃ ১৪	661
অধ্যায়ঃ ১৫	662
অধ্যায়ঃ ১৬	662
অধ্যায়ঃ ১৭	663
অধ্যায়ঃ ১৮	666
অধ্যায়ঃ ১৯	667
অধ্যায়ঃ ২০	673
অধ্যায়ঃ ২১	674
অধ্যায়ঃ ২২	676
অধ্যায়ঃ ২৩	678
অধ্যায়ঃ ২৪	679
অধ্যায়ঃ ২৫	681
অধ্যায়ঃ ২৬ তুফান	683
অধ্যায়ঃ ২৭ মূসা (عليه السلام)-এর সাথে খিযির (عليه السلام)-এর কাহিনী ...হাদীস	683
অধ্যায়ঃ ২৮ এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম নেই	692
অধ্যায়ঃ ২৯	695
অধ্যায়ঃ ৩০	695
অধ্যায়ঃ ৩১ মূসা (عليه السلام)-এর মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী অবস্থা	696
অধ্যায়ঃ ৩২	699
অধ্যায়ঃ ৩৩	700
অধ্যায়ঃ ৩৪	700
অধ্যায়ঃ ৩৫ ইউনুস (عليه السلام)-এর বর্ণনা	702

অধ্যায়ঃ ৩৬	705
অধ্যায়ঃ ৩৭	706
অধ্যায়ঃ ৩৮ দাউদ (عليه السلام)-এর রীতিতে নামায --- প্রিয়তর হওয়া	709
অধ্যায়ঃ ৩৯	710
অধ্যায়ঃ ৪০	713
অধ্যায়ঃ ৪১	718
অধ্যায়ঃ ৪২	720
অধ্যায়ঃ ৪৩	721
অধ্যায়ঃ ৪৪	723
অধ্যায়ঃ ৪৫	725
অধ্যায়ঃ ৪৬	726
অধ্যায়ঃ ৪৭	728
অধ্যায়ঃ ৪৮	729
অধ্যায়ঃ ৪৯ মারইয়াম পুত্র ঈসা (عليه السلام)-এর অবতর	738
অধ্যায়ঃ ৫০ বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী	739
অধ্যায়ঃ ৫১ বনী ইসরাঈলের শ্বেত, টাক ও অন্ধ --- হাদীস	746
অধ্যায়ঃ ৫২	750
অধ্যায়ঃ ৫৩ গিরি-গুহাবাসীদের সম্পর্কিত হাদীসের বিবরণ	751
অধ্যায়ঃ ৫৪	754

৬১শ পর্ব

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)এর ফযীলত

অধ্যায়ঃ ১	767
অধ্যায়ঃ ২ কুরাইশদের ফযীলতের বিবরণ	772
অধ্যায়ঃ ৩ পবিত্র কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার বিবরণ	776
অধ্যায়ঃ ৪ ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে----- বিবরণ	777
অধ্যায়ঃ ৫ এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম নেই	777
অধ্যায়ঃ ৬ আসলাম, গিফার, মুয়ায়না, ---- বিবরণ	779
অধ্যায়ঃ ৭ কাহতান গোত্রের বিবরণ	782

অধ্যায়ঃ ৮ জাহেলী হাঁক-ডাক নিষিদ্ধ হওয়ার বিবরণ	782
অধ্যায়ঃ ৯ খোয়াআ গোত্রের বিবরণ	784
অধ্যায়ঃ ১০ আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের বিবরণ	785
অধ্যায়ঃ ১১ যমযম কূপের বিবরণ	782
অধ্যায়ঃ ১২ আরবদের অজ্ঞতার বিবরণ	789
অধ্যায়ঃ ১৩ ইসলামী ও জাহেলী যুগের পিতৃপুরুষদের --- বিবরণ	790
অধ্যায়ঃ ১৪ সমাজের ভগ্নি-পুত্র সেই সমাজের --- অন্তর্ভুক্ত	792
অধ্যায়ঃ ১৫ আবিসিনীয়দের বিবরণ	792
অধ্যায়ঃ ১৬ নিজ বংশের নিন্দা অপছন্দ করার বিবরণ	793
অধ্যায়ঃ ১৭ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামসমূহের বিবরণ	794
অধ্যায়ঃ ১৮ নবী-রাসূলদের সর্বশেষ (খাতামুন নাবিয়্যিন) নবীর বিবরণ	795
অধ্যায়ঃ ১৯ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওফাতের বিবরণ	796
অধ্যায়ঃ ২০ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপনামের বিবরণ	797
অধ্যায়ঃ ২১ এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম লেখা হয়নি	798
অধ্যায়ঃ ২২ মোহরে নবুওয়তের বিবরণ	798
অধ্যায়ঃ ২৩ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গুণাবলীর বিবরণ	799
অধ্যায়ঃ ২৪ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চক্ষু নিদ্রা যেত না অন্তর বিবরণ	810
অধ্যায়ঃ ২৫ ইসলামে নবুওয়তের নিদর্শনাবলী মোযেজার বিবরণ	812
অধ্যায়ঃ ২৬	865
অধ্যায়ঃ ২৭ মোজেযা দেখাবার জন্য -----বিবরণ	866
অধ্যায়ঃ ২৮ এই অধ্যায়ের কোন শিরোনাম লিখিত হয়নি	867

৬২শ পর্ব

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)এর ফযীলত

অধ্যায়ঃ ১ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীদের ফযীলতের বিবরণ	874
অধ্যায়ঃ ২ মুহাজিরদের গুণাবলী ও ফযীলতের বিবরণ	876
অধ্যায়ঃ ৩ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী: “আবু বকরের --- বলেছেন	880
অধ্যায়ঃ ৪ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরই আবু বকর (রাঃ)-এর --- বিবরণ	882
অধ্যায়ঃ ৫	882

অধ্যায়ঃ ২৭ জাহেলী যুগের কসম করার পদ্ধতি	1027
অধ্যায়ঃ ২৮ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আবির্ভাব	1033
অধ্যায়ঃ ২৯ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং --- সকল নির্যাতন	1033
অধ্যায়ঃ ৩০ আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ	1038
অধ্যায়ঃ ৩১ সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ	1038
অধ্যায়ঃ ৩২ জ্বিন সম্পর্কিত বর্ণনা	1039
অধ্যায়ঃ ৩৩ আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ	1040
অধ্যায়ঃ ৩৪ সাঈদ বিন য়ায়েদ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ	1044
অধ্যায়ঃ ৩৫ উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ	1044
অধ্যায়ঃ ৩৬ চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া	1048
অধ্যায়ঃ ৩৭ আবিসিনিয়ায় হিজরত করা	1050
অধ্যায়ঃ ৩৮ নাজ্জাশীর মৃত্যু	1056
অধ্যায়ঃ ৩৯ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে মুশরিক জনতার শপথ গ্রহণ	1058
অধ্যায়ঃ ৪০ আবু তালেবের ঘটনা	1059
অধ্যায়ঃ ৪১ মেরাজের রাতে ভ্রমণ সম্পর্কিত হাদীস	1061
অধ্যায়ঃ ৪২ মেরাজ	1061
অধ্যায়ঃ ৪৩ মক্কায় বাইআত আকাবায় আনসার---আগমন করা	1071
অধ্যায়ঃ ৪৪ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে আয়েশা (রাঃ)-এর বাসর	1074
অধ্যায়ঃ ৪৫ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-----মদীনায় হিজরত	1076
অধ্যায়ঃ ৪৬ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তার ----- মদীনায় আসা	1111
অধ্যায়ঃ ৪৭ হজ্জ সম্পাদনের পর মুহাজিরদের মক্কায় অবস্থান করা	1120
অধ্যায়ঃ ৪৮ ইসলামী তারীখের সূচনা কখন হতে?	1120
অধ্যায়ঃ ৪৯ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী: “হে আল্লাহ!---অক্ষুন্ন রাখুন।”	1121
অধ্যায়ঃ ৫০ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার --- স্থাপন করেন	1123
অধ্যায়ঃ ৫১ এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম লিখা হয়নি	1124
অধ্যায়ঃ ৫২ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় আসার --- আগমন	1127
অধ্যায়ঃ ৫৩ সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইসলাম গ্রহণ	1130

অনুবাদকের আরম্ভ

বাংলা ভাষায় হাদীসের চর্চা অত্যন্ত সীমিত। সহীহ বুখারী হাদীস গ্রন্থের দু'একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এছাড়া প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থাবলীতে হাদীসের যথাযথ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হয়নি। আর কিছু কিছু ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলেও হাদীসের ভিত্তিতে তা সমর্থনযোগ্য নয়। সে জন্য বিশুদ্ধ আকীদা ও আমলের প্রবলনযোগ্য ব্যাখ্যা সংযোজন করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদের ভাষাকে সহজ ও প্রাঞ্জল করার সাথে সাথে মূল আরবীর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই অনুবাদ গ্রন্থে মূল আরবী হাদীসসমূহের কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়নি হুবহু যথাযথভাবে সনদ সহকারে রাখা হয়েছে। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ভাষা হলেও ইবনে হাজার আসকালানী বিরচিত ভূবন বিখ্যাত গ্রন্থ “ফতহুলবারী” অনুসরণে হাদীসসমূহের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। ইমাম বুখারী কর্তৃক প্রণীত শিরোনামসমূহ আরবী সংকলন করে তার অনুবাদ সংযোজন করা হয়েছে। অনুবাদে বর্ণনাকারীদের দীর্ঘ সিলসিলা উল্লেখ না করে শুধুমাত্র শেষ বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের অনুবাদের পর পরই প্রয়োজন ক্ষেত্রে আকীদা ও আমল সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযোজন করা হয়েছে।

বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত “সহীহ আল-বুখারী”, উর্দু ভাষায় অনূদিত “তাইসীরুল বারী”, দারুস সালাম কর্তৃক প্রকাশিত “মুখতাসার সহীহ আল-বুখারী”-এর সহায়তা নেয়া হয়েছে। আর যারা আমাকে এই অনুবাদ কাজে সর্বাঙ্গিক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ মনসুরুল হক এবং তাওহীদ ট্রাস্টের মাননীয় সেক্রেটারী জেনারেলের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, যারা আমাকে সদা-সর্বদা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, নতুবা আমার পক্ষে এতো বড় একটি কাজ সহজ সাধ্য হতো না। আল্লাহ তায়ালা এটাকে আমাদের নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন এবং যারা এর প্রকাশনা কাজের সাথে জড়িত তাদের জন্যও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এটাকে নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, পাঠক সমাজের নিকট অনুরোধ কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করবেন আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব। পাঠক সমাজ মুক্ত মন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে হাদীস অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করতঃ যথাযথভাবে আমল করতে চেষ্টা করবেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে হাদীস বুঝার ও যথাযথভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন।

মানুষ ভুলের উর্দ্ধে নয়, সে হিসেবে এই অনুবাদ ও প্রকাশনায় ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। সুবিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার নিকট অনুরোধ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনরূপ ভুল ধরা পড়লে দারুসসালাম সদর দফতরে মেহেরবানী করে জানাবেন। ইনশাআল্লাহ ভুলের সংশোধন আগামী সংস্করণে অবশ্যই করা হবে।

সহীহ আল-বুখারীর এ অনুবাদ গ্রন্থটি দ্বারা ইসলামকে জানার ব্যাপারে বাংলাভাষী জনগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। পাঠকদের নিকট এটি গৃহীত হবে বলে আশা করছি। আল্লাহ আমাদের উত্তম আমলগুলো কবুল করুন এবং ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করুন। আমীন!

রিয়াদঃ নভেম্বর, ২০০৭ইং

আব্দুল মালেক মুজাহিদ
জেনারেল ম্যানেজার

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। ইসলামী জীবন-বিধানের মূল ভিত্তিই হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস। পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসের ভিত্তিমূলই হচ্ছে আল্লাহ সত্যের উৎস আল্লাহর ওহী। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওহী ব্যতীত নিজের খেয়াল-খুশী মত কোন কথাই বলতেন না। সুতরাং যাবতীয় কথা, কাজ এবং সমর্থন ওহী ভিত্তিক ছিল। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন। বস্তুতঃ আল্লাহর মহাবানী পবিত্র কুরআন যেমন আল্লাহর ওহী, তেমনি মহানবীর মহাবানীও আল্লাহর ওহী, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যেহেতু ইসলামের মূল দুই উৎস পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস ওহীর ভিত্তিতে প্রকাশিত, কাজেই ইসলামী জীবন-বিধানে বিভ্রান্তি অকল্পনীয়। মোটের উপর পবিত্র কুরআন ইসলামী জীবন-বিধান আল্লাহর ওহীমূলক পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।

আল্লাহর পক্ষ হতে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট সরাসরি পবিত্র কুরআন পেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনের শব্দ, বাক্য, ভাষা ও ভাব সব কিছুই শাস্বত ও চিরন্তন। পবিত্র কুরআন ‘ওহী মুলক’ যার আবৃত্তিতে বহু পুণ্য রয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীস হচ্ছে ‘ওহীয়ে গাইর মাতলু’ যা অব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্তরে আদিষ্ট হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র কুরআনের আদেশ-নিষেধনমূহ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে বাস্তবায়িত করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাই সহীহ হাদীস। এ কারণেই সহীহ হাদীসকে পবিত্র কুরআনের বাস্তব রূপ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা বলা যায়।

সহীহ হাদীস, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাবতীয় কথা, কাজ ও কর্মই সহীহ হাদীস।

ইসলামী শরীয়তে হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস একাধারে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাত্মক, মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রকৃত জীবন আলেখ্য এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন-বিধানের দ্বিতীয় মূল উৎস। হাদীস পবিত্র কুরআন হৃদয়ঙ্গম করাই দুষ্কর, এমনকি অসম্ভব। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মানব সমাজকে বহু আহকাম পালন করার নির্দেশ দান করেছেন; কিন্তু অনেক আহকামেরই বাস্তবায়নের বিবরণ প্রদান করেন নি। তিনি সেগুলোর বাস্তবে রূপদানের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ন্যস্ত করেছেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বক্তব্য ও কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে তার নির্দেশিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা হাদীসে সংরক্ষিত রয়েছে।

৩৬। মাওযুঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযু বা বানোয়াট বা জাল হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৭। মাতরুকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়; বরং সাধারণ কাজ-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরুক হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

৩৮। মুবহামঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তম রূপে পরিচয় পাওয়া যায় নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৯। মুআল্লালঃ যে হাদীসের ভেতর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পারে না, একমাত্র সুনিপুণ শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এই প্রকার হাদীসকে মুআল্লাল বলে। এরূপ ত্রুটিকে ‘ইল্লত’ বলে। ‘ইল্লত’ হাদীসের পক্ষে মারাত্মক দোষ, এমনকি ‘ইল্লত’ যুক্ত হাদীস সহীহ হতে পারে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অতীব দয়ালু আল্লাহর নামে

৫২ - كتاب الشهادات

৫২শ পর্ব

সাক্ষ্য দান

অধ্যায়-১

১। তার দাবীর পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন।

আল্লাহর বাণীঃ “হে মুমিনগণ! যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আদান-প্রদান কর তখন তা লিখে

তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ঐ লিখে দিবে। ঐ যেন লিখে দিতে অস্বীকার না করে যেমন আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তার তা লিখে দেয়া কর্তব্য।

যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে এবং সে যেন নিজ পালনকর্তা হকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে কিছুমাত্রও কম-বেশী না করে।

যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হলে তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে

দিয়ে দিবে। তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুইজন সাক্ষী স্থির কর।

যদি দুইজন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা

স্মরণ কর- যাতে একজন যদি ভুলে যায় তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয় তখন সাক্ষীদের

(১) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى

الْمُدَّعِي، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ الآية [البقرة: ২৮২].

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿يَمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾

[النساء: ১৩৫].

অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা তা লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক অথবা বড় হোক, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এই লিপিবদ্ধকরণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত; কিন্তু যদি কারবার নগদ হয় আর তোমরা পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখবে। কোন লেখক ও সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। এরূপ করলে তোমাদের পাপ হবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বস্তু সম্পর্কে সম্যক অবগত।” (সূরা বাকারাহঃ ২৮২)

আর মহান আল্লাহর বাণীঃ “হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও যায়। কেউ যদি ধনী অথবা গরীব হয় তবে আল্লাহ তোমাদের চেয়ে তাদের অধিক শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে খবরদার রয়েছেন।” (সূরা নিসাঃ ১৩৫)

অধ্যায়-২

কোন সাক্ষীকে সৎ বলেই জানি কারো সৎ
কোন সাক্ষীকে বর্ণনা দিতে গিয়ে অনুরূপ বলা

হাদীসে উসামা (রাযিয়াল্লাহু
আন্হু) কাছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু
আইহি ওয়াসাল্লাম) যখন আয়েশা
(রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর
জানতে চান তখন তিনি বলেন,
আমি তার পরিবার সম্পর্কে? আমি তার
কোন কথাই জানি না।

উরওয়া বিন যুবাইর, ইবনুল
আলকামা বিন ওয়াক্কাস
ইবনুদ্দাহ বিন আব্দুল্লাহ আয়েশা
(রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর
অপবাদ আরোপের ঘটনা
হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের
কোন কোন হাদীস কোন কোন
সত্যায়নকারী। তারা বর্ণনা
যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু
আন্হা) বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা-
করলে যে সময় অপবাদ রটনা করল
তখন নবীল হতে বিলম্ব হল তখন
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
তালাক দেয়ার ব্যাপারে
আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)
(রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে
স্বাক্ষর করলেন। উসামা (রাযিয়াল্লাহু
আন্হু) বলেন, আপনার স্ত্রী! তার
কোন কথাই আমি শুধুমাত্র ভালই জানি।
আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু
আন্হা) সম্পর্কে একটি মন্দ ব্যতীত
কোন কথাই জানি না। তা হল—

(২) بَابُ: إِذَا عَدَلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ:
لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، أَوْ: مَا عَلِمْتُ إِلَّا
خَيْرًا

وَسَاقَ حَدِيثِ الْإِفْكِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
لَأُسَامَةَ حِينَ اسْتَشَارَهُ فَقَالَ: أَهْلَكَ
وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا.

২৬৩৭ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا
[يُونُسُ]. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ
وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ
يُصَدِّقُ بَعْضًا حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ
الْإِفْكِ مَا قَالُوا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَلِيًّا وَأُسَامَةَ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيَ
يَسْتَأْمِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ
فَقَالَ: أَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا،
وَقَالَتْ بَرِيرَةُ: إِنَّ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا
أَغْمِضُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثُهُ
السَّنَنُ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي
الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَنْ يَغْذِرُنَا فِي رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي

অধ্যায়-১০

মিথ্য সাক্ষ্য দেয়া এবং সাক্ষ্য গোপন করা

কেননা মহান আল্লাহ বলেছেনঃ “আর যারা মিথ্যা কাজ-কর্মে যোগ দেয় না।” (সূরা ফুরকানঃ ৭২)

“তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ সাক্ষ্য গোপন করবে তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক বিদিত।” (সূরা বাকারাঃ ২৮৩)

সাক্ষ্য গোপন করা এবং সাক্ষ্যদান ক্ষেত্রে যবানকে পেঁচিয়ে-ঘুরিয়ে কথা বলা কোনক্রমেই উচিত হতে পারে না।

২৬৫৩। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কবীরা গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, কবীরা গোনাহ হল আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

২৬৫৪। আবু বাকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (একদিন) তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না গোনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি? সকলেই বলল,

(১০) بَابُ مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ،

يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: ৭২] وَكَيْتُمَانَ الشَّهَادَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ২৮৩] ﴿تَلَوْا﴾ [النساء: ১৩৫] لَيْسَتْكُمْ بِالشَّهَادَةِ.

২৬৫৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ:

سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَغُفُوقُ لَوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ».

نَابِعُهُ عُذْرٌ وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ لَصَمِدٍ عَنْ شُعْبَةَ. [انظر: ৫৯৭৭, ৬৮৭১]

২৬৫৪ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا بِشْرُ

ابْنِ الْمُفْضَلِ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أَنْبِئُكُمْ

হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি সবচেয়ে বড় গোনাহ হল আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার সাথে। তিনি হেলান দিয়ে বললেন, সাবধান! জেনে রেখ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথাটি তিনি বার বার বলতে শুনলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা মনে মনে আনন্দিত হলাম। আহ! তিনি যদি নিরবতা পালন করতেন!

অধ্যায়-১১

সাক্ষ্য দান এবং কোন ব্যাপারে নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত দান

নিজের বিয়ে করা, অন্যকে বিয়ে দেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং আযান শব্দ দ্বারা বুঝা যায় এমন গ্রহণ করা। অথবা অনুরূপ অঙ্কের সাক্ষ্যও দান করা যা শব্দ দ্বারা বুঝা যায়। হাসান, ইবনে সীরীন, যুহরী ও অন্যান্যদের সাক্ষ্যদানের বৈধতা স্বীকার করেন। শাবী বলেন, সে জ্ঞানী ও সতী হলে তার সাক্ষ্য বৈধ হবে। যুহরী বলেন, এমন কতক বিষয় আছে যেখানে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যুহরী বলেন, কোন ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সাক্ষ্য দিলে তুমি তা গ্রহণ করবে?

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, সে এসে যদি বলত যে, আমি এতে গিয়েছি তখন তিনি ইফতার ফজরের ওয়াক্ত সম্পর্কে

بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟»، ثَلَاثًا قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَغُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ». وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ». قَالَ: فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. [انظر: ৫৯৭৭, ৬৮৭৩, ৬৮৭৪, ৬৯১৭]

(১১) بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَنِكَاحِهِ،

وَأَمْرِهِ، وَإِنِكَاحِهِ، وَمُبَايَعَتِهِ، وَقَبُولِهِ فِي التَّأْدِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ

وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ الْقَاسِمُ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا. وَقَالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ، أَكُنْتُ تَرُدُّهُ؟ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ، فَإِذَا قِيلَ: طَلَعَ، صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَعَرَفْتُ صَوْتِي، فَقَالَتْ: سُلَيْمَانُ ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ شَهَادَةَ

মহান আল্লাহর বাণী: “তোমরা ঘরের ভেতরে অবস্থান করবে।” (সূরা আহযাব: ৩৩) আর আল্লাহর বাণী: “হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে খাবার রান্নার অপেক্ষা না করে খাওয়ার জন্য নবীর ঘরে প্রবেশ করো না।” (সূরা আহযাব: ৫৩)

৩০৯৯। নবী-স্ত্রী আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পীড়া কঠিন হয়ে পড়লে তিনি অন্যান্য সহধর্মিণীগণের কাছে তার চিকিৎসা ও সেবা-যত্নের জন্য আমার ঘরে অবস্থান করার অনুমতি চাইলেন, তখন তারা সকলেই তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

৩১০০। আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমার ঘরে আমার কাছে অবস্থানের পালার দিনে আমার বুকে মাথা রেখেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাত হয়েছে। তখন মহান আল্লাহ আমার ও তার মুখের লালা একত্রিত করেছিলেন। ঘটনা এরূপ হয়েছিল যে, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) একটি মিসওয়াক নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিসওয়াক করার জন্য মিসওয়াকটি তার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে তা চিবিয়ে নরম করতে সক্ষম হলেন না। আমি মিসওয়াকটি নিয়ে চিবিয়ে নরম

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ৩৩] وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ [الأحزاب: ৫৩].

৩০৯৯ - حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدٌ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأُذِنَ لَهُ. [راجع: ১৭৮]

৩১০০ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: تُوَفِّي النَّبِيَّ ﷺ فِي بَيْتِي، وَفِي نَوْبَتِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِسِوَاكِ فَضَعَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَأَخَذَتْهُ فَمَضَغَتْهُ ثُمَّ سَنَّتْهُ بِهِ. [راجع: ১৭০]

করে দিয়ে ব্যবহারের উপযোগী করেছিলাম। আমার চিবিয়ে নরম করার পর তা দ্বারা তাকে মিসওয়াক করলাম।

৩১০১। নবী-স্ত্রী সাফীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার কাছে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযানের শেষ দশকে মসজিদে ইতেকাফরত ছিলেন। তারপর সাফীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) করে আসার জন্য উঠলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নাথে সাথে অগ্রসর হয়ে মসজিদের দরজার কাছে তার স্ত্রী উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরের দরজার কাছে উপস্থিত হলে আনাসার গোত্রের ব্যক্তি তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সালাম করে দ্রুত চলে যেতে উদ্যত হল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বললেন, থাম। (অর্থাৎ তোমরা দ্রুত যাও আমি আমার স্ত্রী সাফীয়ার সাথে কথা বলছি।) আনসারী ব্যক্তিদ্বয়ের কাছে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক মনে হল। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ব্যাপারেও কি আমরা সন্দেহ পোষণ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সন্দেহ মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতই প্রবাহিত হয়ে থাকে। আর এ কারণেই আমার সন্দেহ হল যে, তোমাদের মনেও কিছু জাগরিত হতে পারে।

৩১০১ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ - فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ - ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى رِسْلَكُمَا»، قَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِمَا ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِّ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْدِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا». [راجع: ২০৩৫]

অধ্যায়-২১

এই অধ্যায়ে কোন শিরোনাম লেখা হয়নি

৩৫৪০। জুআইদ বিন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন যে, আমি সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে চুরানব্বই বছর বয়সেও অত্যন্ত সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী দেখতে পেয়েছি। তিনি আমাকে বলেন, তুমি অবশ্যই জান যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দোআর বরকতেই এখনো আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারছি। বাল্য বয়সে আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভগ্নীর এ ছেলেটি পীড়িত। তার জন্য আপনি দোআ করুন! তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার জন্য দোআ করেন।

অধ্যায়-২২

মোহরে নবুওয়তের বিবরণ

৩৫৪১। সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভগ্নীর এ ছেলেটি রোগাক্রান্ত। তার জন্য আপনি দোআ করুন! তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমার সুস্থতার জন্য দোআ করলেন। তারপর তিনি ওয়ূ করলেন।

(২১) بَابُ :

৩৫৪০ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

مَيْمٍ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى

الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: رَأَيْتُ

نَبِيَّ بْنَ يَزِيدَ بْنَ أَرْبَعٍ وَتَسْعِينَ جَلْدًا

لَا، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتَّعْتُ بِهِ

سَعْيِي وَبَصَرِي - إِلَّا بِدُعَاءِ رَسُولِ

ﷺ: إِنَّ خَالَتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ،

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي

يَدْعُو اللَّهَ لَهُ، قَالَ فَدَعَا لِي ﷺ.

[১৭০]

(২২) بَابُ خَاتَمِ النَّبُوءَةِ :

৩৫৪১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ:

حَاتَمٌ عَنْ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ

رَحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ

زَيْدٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ

ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ

أُخْتِي وَقَعَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي

بِهِ، وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ

আমি তার ওয়ূর অবশিষ্ট পানি পান করলাম। এরপর আমি তার পেছনে গিয়ে সজ্জা করলাম। আমি তার দুই কাঁধের ওপর মোহরে নবুওয়ত দেখতে পাইলাম।

অধ্যায়-২৩

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গুণাবলীর বিবরণ

৩৫৪২। উকবা বিন হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদিন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আসরের নামায শেষের মসজিদ হতে বের হয়ে যাওয়ার সময় হাসানকে অন্যান্য বালকদের সাথে দেখলেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে নিজ কাঁধে নিয়ে বললেন, আমার পিতা কুরবান হন! এতো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুরূপ-তার অনুরূপ নয়। এ শুনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাসতে থাকেন।

৩৫৪৩। আবু জোহায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে দেখতে পেয়েছি। হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন তারই অনুরূপ।

৩৫৪৪। আবু জোহায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে দেখতে পেয়েছি। হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন তারই

قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ
النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ:
الْحُجْلَةُ مِنْ حُجَلِ الْفَرَسِ الَّذِي بَيْنَ
عَيْنَيْهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: مِثْلُ زُرِّ
الْحُجْلَةِ. [راجع: ১৭০]

(২৩) بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ :

৩৫৪২ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ
ابْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي
مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
صَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَصْرَ ثُمَّ
خَرَجَ يَمْشِي فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ
الصَّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ:
بَأَبِي، شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَا شَبِيهٌ بَعَلِيٍّ، وَعَلَيَّ
يُضْحَكُ. [انظر: ৩৭০০]

৩৫৪৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ:
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي
جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ
ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشَبِّهُهُ. [انظر: ৩৫৪৪]

৩৫৪৪ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ:
حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ